

#### নবগ্রহ স্তোত্র

নবগ্রহ স্তোত্র যা নয়টি গ্রহ (নবগ্রহ) কে সম্মান করে, যাদের মানুষের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে বলে মনে করা হয়। ঐতিহাসিকভাবে হিন্দুরা প্রতিদিন গ্রহদের আশীর্বাদ এবং প্রশংসতি করার কথা বলে, এই ভাবে যে এটি গ্রহের বন্টিাসরে নতেবিচক প্রভাব কমাতে সাহায্য করবে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যমেন স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং সম্পর্কে ক্ষেত্রে অনুকূল ফলাফল বয়ে আনবে।

নয়টি স্তবক রয়েছে: সূর্য (সূর্য), চন্দ্র (চন্দ্র), মঙ্গলা (মঙ্গল), বুধ (বুধ), গুরু (বৃহস্পতি), শুক্ৰ (শুক্ৰ), শনি (শনি), রাহু (অর্ধোহী চন্দ্র নোড), এবং কতু (অবরোহী চন্দ্র নোড)।

নবগ্রহ স্তোত্রকে ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য একটি শক্তিশালী হাতযিার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ঘন ঘন এই স্তোত্রটি গাওয়ার মাধ্যমে, ব্যক্তিরা গ্রহগুলির দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা মহাজাগতিক শক্তির সাথে একটি শক্তিশালী সংযোগ স্থাপন করতে পারে, নিজের মধ্য এবং মহাবিশ্বের সাথে সাদৃশ্য গড়ে তুলতে পারে।

নবগ্রহ স্তোত্রের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি:\*\*\*\*\*

1. জ্যোতিষশাস্ত্রে নয়টি গ্রহের (নবগ্রহ) আশীর্বাদ প্রার্থনা করে
2. একটি সুখ এবং সমৃদ্ধ জীবনের জন্য মহাজাগতিক শক্তির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে
3. আধ্যাত্মিক রূপান্তর এবং আত্ম-আবিষ্কারের জন্য একটি শক্তিশালী হাতযিার প্রদান করে
4. স্বর্গীয় দেবতাদের কাছ থেকে নির্দেশনা এবং সুরক্ষা প্রদান করে
5. সামগ্রিক সুস্থতা প্রচার করা
6. আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি বৃদ্ধি করা
7. ইতিবাচক কর্ম আকর্ষণ করা
8. শান্তি ও প্রশান্তি বয়ে আনছে

নবগ্রহ স্তোত্রটি ঐতিহ্যগতভাবে মহাভারতের সংকলক ঋষি ব্যাসের নামে রচনা বলে মনে করা হয়।

1. নতিবিচক গ্রহের প্রভাব দূরীকরণ: বিশ্বাস করা হয় যে এই স্তোত্রটি গ্রহের বন্টিাসরে নতিবিচক প্রভাব, যমেন দূর্ভাগ্য, স্বাস্থ্য সমস্যা এবং সম্পর্কে অসুবিধা, প্রশমতি করতে সাহায্য করে।
2. ইতিবাচক ফলাফলের আকর্ষণ: এই স্তোত্রটি সৌভাগ্য, সম্পদ এবং সুখের মতো ইতিবাচক ফলাফল আকর্ষণ করতেও সাহায্য করে বলে বিশ্বাস করা হয়।

3. আধ্যাত্মিক বিকাশ: নবগ্রহ প্রতবিদেন পাঠ করাকে আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবেও বিবেচনা করা হয়, যা ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা মহাজাগতিক শক্তির সাথে গভীর সংযোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

নবগ্রহ স্তোত্র কভাবে আবৃত্তি করবেন?

নবগ্রহ প্রতবিদেন যেকোনো ভাষায় আবৃত্তি করা যেতে পারে, তবে ঐতিহ্যগতভাবে এটি সংস্কৃত ভাষায় আবৃত্তি করা হয়। এই স্তবটি এককভাবে বা দলগতভাবে আবৃত্তি করা যেতে পারে। এটি সাধারণত সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় আবৃত্তি করা হয়, তবে দিনের যেকোনো সময় আবৃত্তি করা যেতে পারে।

নবগ্রহ স্তোত্রপাঠের নিয়ম কী?

নবগ্রহ প্রতবিদেন পাঠের জন্য কোনও কঠোর নিয়ম নেই।

তবে, কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে:

1. ভক্তি ও একাগ্রতার সাথে স্তবটি আবৃত্তি করুন।
2. পরিস্কার ও বিশুদ্ধ পরিবেশে বসে রাখুন।
3. পরিস্কার এবং আরামদায়ক পোশাক পরুন।
4. স্তোত্র পাঠের আগে গ্রহদের কাছে প্রার্থনা করুন।

নবগ্রহ স্তোত্রের প্রতটি স্তবকে তাৎপর্য কী?

নবগ্রহ প্রতবিদেনের প্রতটি স্তবক একটি নির্দিষ্ট গ্রহ এবং তার বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করে। স্তবকগুলি বিশ্বতত্ত্বে গ্রহের তাৎপর্য এবং মানব জীবনের উপর এর প্রভাব বর্ণনা করে।

গ্রহদের কাছে প্রার্থনা করার বিভিন্ন উপায় কী কী?

গ্রহদের কাছে প্রার্থনা করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে।

কিছু সাধারণ অভ্যাসের মধ্যে রয়েছে:-----

1. গ্রহদের উদ্দেশ্যে নবদেতি মন্ত্র এবং প্রার্থনা পাঠ করা।
2. গ্রহদের পূজা ও আচার অনুষ্ঠান করা।
3. গ্রহের সাথে সম্পর্কিত রত্নপাথর পরা।
4. গ্রহগুলোর উপর ধ্যান করা।

গ্রহ-দুর্দশার জন্য বিভিন্ন প্রতিকার কী কী?

গ্রহের দুর্দশার জন্য অনেকে ধারণে প্রতিকার রয়েছে।

কিছু সাধারণ প্রতিকারের মধ্যে রয়েছে:-----

1. গ্রহদের উদ্দেশ্যে নবদেতি মন্ত্র এবং প্রার্থনা পাঠ করা।
2. গ্রহদের পূজা ও আচার অনুষ্ঠান করা।
3. গ্রহের সাথে সম্পর্কিত রত্নপাথর পরা।
4. গ্রহগুলোর উপর ধ্যান করা।
5. জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনা, যখন স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং নৈবেদ্য চর্চা এবং কাজ এড়িয়ে চলা।

নবগ্রহ স্তোত্রর ভবষিৎ কী?

নবগ্রহ স্তোত্র একটি শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য যা আজও ব্যাপকভাবে প্রচলিত।  
যতদনি মানুষ গ্রহ-শক্তিতে বিশ্বাস করবে, ততদনি নবগ্রহ প্রতবিদেন পাঠ এবং  
শ্রদ্ধা অব্যাহত থাকবে।

নবগ্রহ স্তোত্রম্

আদিত্যায়, চ সোমায়, মংগলায়, বুধায়, চ ।

গুরু শুক্ৰ শনভিষ্চ রাহবে কতেবে নমঃ ॥

রবিঃ

জপাকুসুম সংকাশং কাশ্যপয়েং মহাদ্যুতম্ ।

তমোহরতি সর্ব পাপঘ্নং প্রণতোস্মদি দিবাকরম্ ॥

চন্দ্রঃ

দধিশিখ তুষারাভং ক্ষীরার্ণব সমুদ্ভবম্ (ক্ষীরোদার্ণব সংভবম্) ।

নমামি শশনিং সোমং শংভো-ৰ্মকুট ভূষণম্ ॥

কুজঃ

ধরণী গৰ্ভ সংভূতং বদ্যুত্কাংতি সমপ্রভম্ ।

কুমারং শক্তিস্তং তং কুজং [মংগলং] প্রণমাম্যহম্ ॥

বুধঃ

প্রযিৎগু কলকিশ্যামং রূপণো প্রতমিং বুধম্ ।

সটম্যং সটম্য, (সত্ব) গুণোপতেং তং বুধং প্রণমাম্যহম্ ॥

গুরুঃ

দবোনাং চ ঋষীণাং চ গুরুং কাংচনসন্নভিম্ ।

বুদ্ধমিৎতং ত্রলোকশেং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥

শুক্ৰঃ

হমিকুংদ মৃণালাভং দৈত্যানং পরমং গুরুম্ ।

সর্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥

শনিঃ

নীলাংজন সমাভাসং রবিপিত্রং যমাগ্রজম্ ।

ছায়া মার্তাংড সংভূতং তং নমামি শনৈশ্চরম্ ॥

রাহুঃ

অর্ধকাযং মহাবীরং চন্দ্রাদিত্য, বমির্ধনম্ ।

সিংহিকা গৰ্ভ সংভূতং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ॥

কতৌঃ

পলাশ পুষ্প সংকাশং তারকাগ্রহমস্তকম্ ।

রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ঘোরং তং কতৌং প্রণমাম্যহম্ ॥

ফলশ্রুতিঃ

ইতি ব্যাস মুখোদগীতং যঃ পঠতেসু সমাহতিঃ ।

দবি বা যদবি বা রাত্রৌ বঘ্নিশাংতি-ৰ্ভবষিযতি ॥

নরনারী-নৃপাণাং চ ভবে-দ্দুঃস্বপ্ন-নাশনম্ ।

ঐশ্বর্যমতুলং তষোমারোগ্যং পুষ্টি বর্ধনম্ ॥

গ্রহনক্ষত্রজাঃ পীডাস্তস্করাগ্নিসমুদ্ভবাঃ ।  
তাস্‌সর্বাঃ প্রশমং যাংতি ব্যাসো ব্রুতেন সংশযঃ ॥  
ইতি ব্যাস বরিচিতিং নবগ্রহ স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

